আবেগঘন পরিবেশে ডিবির এসআই অজয় কুমার কুন্ডু’র বিদায়

ছিল গভীর ভালবাসা, অন্যের প্রতি শ্রদ্ধা আর দায়ীত্বের প্রতি অবিচল আস্থা। সব নিয়ে মেহেরপুর জেলায় দায়ীত্ব আর কর্তব্যের চার বছরে সরকারী স্বীকৃতি মিলেছে ৯ বার।

মাদকদ্রব্য উদ্ধার, মাদক বিক্রেতা ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত আসামী গ্রেফতারসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় বিশেষ ভূমিকা পালন করায় এসব স্বীকৃতি পান এই চৌকস পুলিশ অফিসার অজয় কুমার কুন্ডু।

চার বছরের কর্মস্থল ছেড়ে নতুন স্থানে বিদায় বেলায় সহকর্মীদের আবেগঘন বক্তব্য যেনো উপস্থিত সবাই আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েন। মঙ্গলবার (১২ জুলাই) সন্ধ্যায় মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশের উদ্যোগে ডিবির চৌকশ অফিসার উপপরিদর্শক (এসআই) অজয় কুমার কুন্ডুর বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

ডিবির ওসি সাইফুল আলম, উপপরিদর্শক (এসআই) বিশ্বজিৎ সরকার এএসআই হেলাল উদ্দীন বিদায় বেলায় তাকে ভালবাসার নিদর্শন ফুলের তোড়া ও ক্রেষ্ট তুলে দেন।

এসময় ডিবি পুলিশের বিভিন্ন স্তরের অফিসার ও কনষ্টেবল উপস্থিত ছিলেন।

এসময় অজয় কুমার কুন্ডু বলেন, ২০১৮ সালে মেহেরপুর জেলায় যোগদান করি। এখানে এসে প্রথমে বৈকুন্ঠপুর পুলিশ ফাঁড়িতে কাজ শুরু করি। এরপর গাংনীর পিরতলা পুলিশ ক্যাম্পেও দায়ীত্ব পালন করেছি। এছাড়া জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) প্রায় ২ বছর সুনামের সাথে দায়ীত্ব পালন করেছি। তিনি বলেন, আমার চাকুরীর জীবনে মেহেরপুর জেলায় দায়ীত্ব পালন করাকালীন সময়ে বিআইসি, ডিটিএস, সিডিএমএস, আরএএল, পিএল প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছি। যা আমার চাকুরীতে পদোন্নতিতে কাজে আসবে।

তিনি বলেন, জেলার মানুষ অত্যন্ত ভাল মনের মানুষ। আমাকে আমার ডির্পাটমেন্টের পাশাপাশি জেলার সকল শ্রেনীর মানুষ সহযোগীতা করেছেন। আমার ডির্পাটমেন্টের অফিসারবৃন্দ ও সহকার্মীরা আমাকে সকল সময় সব কাজে প্রাণান্তকর সহযোগীতা দিয়েছেন। আমি যেখানেই যাবো

এজেলার মানুষকে সব সময় মনে রাখবো।

গাংনীর সাহারবাটি গ্রামের সব্জী হ্মেত কর্তনের মামলায় গ্রেফতার ২

গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামের কৃষক মোহন আলীর জমির সব্জী হ্মেত কাটা মামলায় ২ জন আসামীকে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন সাহারবাটি গ্রামের নুরুল ইসলামের ছেলে মফিজির রহমান পিন্টু ও সিরাজুল ইসলামের ছেলে বাবর আলী। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাতে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়। মামলার আইও গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) নুরুল ইসলাম নুর এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গ্রেফতারকৃতদের আজ বুধবার (১৩ জুলাই) আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

জানা গেছে, গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামের কৃষক মোহন আলীর চার বিঘা জমির সব্জী লাউ ও মিষ্টি কুমড়া হ্মেত গত সোমবার (১১ জুলাই) দিবাগত রাতে কেটে দেই দূর্বৃত্তরা। এঘটনায় কৃষক মোহন আলী বাদী হয়ে এজহার নামীয় ৩ জন ও অজ্ঞাত নামা ৪ জনকে আসামী করে একটি মামলা দায়ের করেন। যার মামলা ১৭। তারিখ ১২/০৭/২০২২ ইং।

এই মামলায় এজাহার নামীয় আসামী মফিজুর রহমান পিন্টু ও বাবর আলীকে গ্রেফতার করা হলো। বাকী আসামীদের গ্রেফতার অভিযান চলছে বলে জানান এসআই নুর।

আমরা ‘৮৫, মেহেরপুর এর

উদ্যোগে ঈদ পুনর্মিলনী

অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরের সামাজিক সংগঠন আমরা ‘৮৫, মেহেরপুর এর উদ্যোগে ঈদ পুনর্মিলনী ২০২২ অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার তালসারি ডিসি ইকোপার্কে দিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দিনটি উদযাপন করা হয়।

পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে সংগঠনের সহ সভাপতি প্রভাষক মফিজুল ইসলামের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন, সাধারণ সম্পাদক সামসুল আযম লিন্টু, উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ডা জে পি আগরওয়ালা সপ্পু, সাজেদুর রহমান রোকন, লে. কর্নেল (অব.) আলী রেজা সংগ্রাম, তারিকুল ইসলাম খান, ড. আনিচুর রহমান টিপন, সহযোগী অধ্যাপক কলিমুদ্দিন, কোষাধ্যক্ষ মাহবুবুল হক মন্টু, সদস্য সহকারী অধ্যাপক মাসুদ রেজা, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শাহজামান, ডা. রাসেদ, অঞ্চল ভট্টাচার্য্য, শামীমুল ইসলাম রাজ্জাক প্রমূখ।

আলোচনা শেষে পুরাতন কমিটিকে আগামী দুই বছরের জন্য পুনরায় দায়িত্ব দেওয়া হয়। কমিটির সভাপতি হয়েছেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মমিনুল হক জুয়েল, সহ সভাপতি মফিজুল ইসলাম, সম্পাদক সামসুল আযম লিন্টু, কোষাধ্যক্ষ মাহবুবুল হক মন্টু সহ এগারো জন।

আলোচনা পরবর্তীতে মধ্যান্ন ভোজের পর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও কুইজ প্রতিযোগিতার মধ্যদিয়ে আয়োজনের সমাপ্তি হয়।

গাংনীতে এমপি সাহিদুজ্জামানের

উদ্যোগে দিনব্যাপি ঈদ

পূর্ণমিলনী ও সাংস্কৃতিক আয়োজন

পবিত্র ঈদুল আযহার আনন্দ প্রাণে প্রাণে ছড়িয়ে দিতে ব্যক্তিগত উদ্যোগে আয়োজন করেছিলেন দিনব্যাপি ঈদ পূর্ণমিলনী ও সাংস্কৃতিক আয়োজন।

গাংনী উপজেলার আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ, জনপ্রতিনিধি, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, শিক্ষক, সাংবাদিক, শিল্পীসহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দ এ মিলনমেলায় অংশ নেন।মেহেরপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকনের উষ্ণ আতিথিয়তায় মুগ্ধ হন প্রাণের মিলন মেলার অতিথিবৃন্দ।

গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মো: মোখলেছুর রহমান মুকুল, উপজেলার আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগাঠনিক সম্পাদক মনিরুজ্জামান মাষ্টার, সাবেক সাংগাঠনিক সম্পাদক নজরুল ইসলাম, আওয়ামী লীগের বিশিষ্ট নেতা মনিরুজ্জামান আতু, স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহবায়ক আবুল বাশারসহ আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ, স্বেচ্ছাসেবকলীগ, বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ওবায়দুর রহমান কমল, কাজিপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আলম হুসাইনসহ বিভিন্ন ইউনিয়নের চেয়ারম্যান উপস্থিত ছিলেন।

এসময় গাংনী উপজেলা শিল্পকলা একাডেমীর শিল্পীবৃন্দ ছাড়াও কুষ্টিয়ার লালন একাডেমীর শিল্পীবৃন্দরা সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

কুষ্টিয়ার দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখী সংঘর্ষে নিহত ২

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে সজিব
(২৩) ও মারুফ উল-আলম পিয়াস (২৮) নামে দুই যুবক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও দুজন গুরুতর আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার বিকেলে ভেড়ামারা

উপজেলার কাচিকাটা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন- মিরপুর উপজেলার বরিয়া গ্রামের মৃত আঃ হামিদের ছেলে সজিব ও পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার নারিচা গ্রামের শাহ আলমের ছেলে মারুফ উল আলম পিয়াস।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায় ভেড়ামারা থেকে একটি মোটরসাইকেল চালক সহ দুইজন পাবনাতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হলে অপর দিকে মিরপুরে যাওয়ার পথে আরেকটি মোটরসাইকেল ভেড়ামারা কাচিপাড়া এলাকায় পৌঁছালে দুই মোটর সাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে।

ভেড়ামারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মজিবর রহমান সড়ক দুর্ঘটনায় দুইজন নিহতের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, মঙ্গলবার বিকেলে ভেড়ামারা কাচিকাটা এলাকায় দুটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই চারজন আহত হয়।

স্থানীয়দের সহযোগিতায় চারজনকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে প্রেরণ করলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সজিব ও পিয়াস মারা যায়। তাদের সঙ্গে থাকা আরও দুজনকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় প্রাগপুর উন্নয়নে আমরা সংগঠনের মতবিনিময়

প্রাগপুরে উন্নয়নে আমরা ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্টিত হয়েছে। গতকাল সোমবার বিকেল ৫ টার দিকে আলমডাঙ্গা প্রাগপুর বাজার প্রাঙ্গণে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্টিত হয়।

অনুষ্ঠানে আলমডাঙ্গা ওসমানপুর প্রাগপুর সিদ্দিকিয়া ফাজিল মাদ্রাসার সাবেক প্রিন্সিপাল এবি এম জুলফিকার আলীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা ওসমানপুর পুলিশ ক্যাম্প ইনচার্জ কাশেম আলী বিশ্বাস।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আজিজুল হক, আলাউদ্দিন, মহসেন,

সিদ্দিকুর, জিল্লুর রহমান, আমিরুল ইসলাম, আনারুল ইসলাম, শফিকুর রহমান, রিফাজ্জেল হোসেন, গোলাম সরোয়ার, তৌহিদুল ইসলাম, রাহাত আলী, হামেদ আলী, রমজান আলী, তোফাজ্জেল মন্ডল, আহার আলী, লাল চাঁদ প্রমূখ।

মেহেরপুরের বিনোদন কেন্দ্রগুলোতে লাখো পর্যটকদের ভীড়ে মুখরিত

পবিত্র ঈদুল আযহার ছুটিতে জনতার ঢল নেমেছে মেহেরপুরের বিনোদন কেন্দ্রগুলোতে। রোদ বৃষ্টির লুকোচুরির মধ্যেও থেমে নেই বিনোদন পিপাষুদের ঘুরাঘুরি। সকাল থেকেই যেন বিনোদন স্পটগুলোতে আসছে হাজার হাজার নারী পুরুষ।

ঐতিহাসিক মুজিবনগর, বৃটিশ বেনিয়াদের আমঝুপি কুঠিবাড়ি ও ভাটপাড়া কুঠিবাড়ি (বর্তমানে ডিসি ইকো পার্ক ভাটপাড়া) এবং জেলার অন্যান্য বিনোদন কেন্দ্রগুলোতে মানুষের ঢল নেমেছে। মুলত ঈদের দিন থেকেই লোকজনের সমাগম শুরু হয়েছে এসব বিনোদন কেন্দ্রগুলোতে। চলবে এখনও দুই থেকে তিনদিন। বিনোদনের জন্য মেহেরপুর জেলাসহ পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন জেলা থেকে নারী-পুরুষ ও শিশু-কিশোরদের কোলাহলে মুখর হয়ে উঠেছে এসব স্পটগুলো।

স্বাধীনতার সূতিকাগার ঐতিহাসিক মৃুজিবনগরে আসা পার্শ্ববর্তি চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদার আরমান আলী ও তার স্ত্রী নাসরিন সুলতানা জানালেন ঈদে একটু ঘোরাঘুরি করতেই এখানে আসা। এখানকার স্থাপনাগুলো মুক্তিযুদ্ধ ভিত্ত্বিক। তবে এখানে শিশুদের বিনোদনের জন্য তেমন কোন ব্যবস্থা নেই। এছাড়া পাবলিক সৌচাগার না থাকায় নারীদের বেশ সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।

আলমডাঙ্গার জামজামি গ্রাম থেকে আসা যুবক ফরহাদ হোসেন, আলম হোসেন, নাহিদ হাসান ও সাজিদ রহমান জানান, আমরা ৩ টি নসিমনে চড়ে প্রায় অর্ধশতাধিক যুবক এসেছি এখানে। আমরা প্রতিবারই এখানে ঘুরতে

আসি। এখানে প্রতি বছরই লাখো জনতার ঢল নামে। আমরা মূলত ঈদের দ্বিতীয় দিনে এখানে আসি। মুজিবনগরের বিশাল আম্রকাননের ছায়ায় ঘুরতে বেশ ভালই লাগে। এছাড়া এখানে মহান স্বাধীনতার স্মৃতি বিজড়িত স্থাপনাগুলো আমাদের দেশ প্রেমিক হতে সহায়তা করে।

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা উপজেলার সাতমাইল গ্রামের আবু সালেহ তার পরিবারের সবাইকে সাথে নিয়ে এসেছেন ঈদের ঘুরাঘুরি করতে মেহেরপুরের বিনোদন কেন্দ্রগুলোতে। তিনি মুজিবনগর ছাড়াও আমঝুপি নীলকুঠি ও গাংনীর ভাটপাড়া ডিসি ইকোপার্ক ঘুরেছেন পরিবারের সবাইকে নিয়ে। তিনি বলেন, স্ত্রী ও তার ছেলে রুপম হোসেনকে ঐতিহাসিক এ স্থানগুলো দেখাতে পেরে বেশ গর্বিত। কারন, এখানে রয়েছে মুক্তিযুদ্ধের যেমন গৌরবান্বিত ইতিহাস, তেমনী রয়েছে বৃটিশ বেনীয়াদের নির্মম অত্যাচারের স্মৃতিচিহৃ। তাই বিনোদন পিয়াসীদের আকর্ষণের অন্যতম জায়গা ঐতিহাসিক মুজিবনগর কমপ্লেক্স, ভাটপাড়া ডিসি ইকোপার্ক ও আমঝুপি নীলকুঠি।

বিনোদনের প্রত্যাশায় বাস-ট্রাক, মোটর সাইকেল, নছিমন, করিমন, আলমসাধুযোগে এসব স্থানে ভিড় জমাচ্ছে বিভিন্ন বয়সের নারী-পুরুষ ও শিশুরা।

স্থানীয় দর্শনার্থী ছাড়াও মাইক, ব্যান্ড ও ভেপু বাজিয়ে চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, যশোরসহ দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে হাজার হাজার মানুষের ভিড় জমেছে মুজিবনগরে। ভ্রমণ পিপাসু এসব মানুষের ভিড়ে মুখর হয়ে উঠেছে মুজিবনগর কমপ্লেক্স।
মুজিবনগরে বিশাল আম্রকানন ও পার্শ্ববর্তী এলাকা জুড়ে গড়ে ওঠা কমপ্লেক্সে মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর ভিত্তিক বাংলাদেশের মানচিত্র, স্মৃতিসৌধ, মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক বিভিন্ন মূর্যাল, সরকারি শিশু পরিবার, ছয়স্তর বিশিষ্ট গোলাপ বাগান, শাপলা চত্বরসহ বিভিন্ন স্থাপনা ঘুরে ঘুরে দেখছেন দর্শনার্থীরা।

মুজিবনগর কমপ্লেক্সে আনসারদের নেতৃত্বে পাহারায় আছেন অর্ধশতাধিক আনসার সদস্য। ঈদ-পরবর্তী অতিরিক্ত লোক সমাগমে যে কোনো প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনা রোধে অতিরিক্ত নিরাপত্তার জন্য এখানে নজরদারি রেখেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

এদিকে গাংনী উপজেলা শহর থেকে মাত্র ৬ কিলোমিটার দুরের পথ ভাটপাড়া ডিসি ইকো পার্ক। বৃটিশ বেনীয়াদের নীলকুঠি সেজেছে নতুন রুপে। এখানে এখন ভ্রমন পিপাষূদের মধ্যে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে।

বিশেষ করে শিশুদের জন্য রয়েছে বিনোদনের নানা উপকরণ। কেবল কার, আযব গুহা, ট্রেন ভ্রমন, ঘোড়াই চড়া, নৌকা ভ্রমন, শিশুদের মটরসাইকেল চালানো থেকে শুরু করে সব ধরনের বিনোদন ব্যবস্থা যেন বিনোদন পিপাষুদের আকর্ষণ করছে নানাভাবে। ঈদের দিন থেকেই শুরু হয়েছে উপচে পড়া ভীড়।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মুনসুর আলম খান বলেছেন, ভ্রমন পিপাষুদের নির্বিঘ্নে চলাচলের জন্য বিনোদন কেন্দ্রগুলোতে পর্যাপ্ত পরিমান নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন বলেন, বৈশ্বিক সমস্যা কেটে যাওয়ার পর মানুষের মাঝে নতুন আমেজ তৈরী হয়েছে। মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বাড়ার পাশাপাশি বিনোদন পিপাষু হয়ে উঠেছেন। এবার মানুষ নির্বিঘ্নে চলাচল করতে পারছেন। আইনশৃংখলা ভাল রয়েছে।

মেহেরপুরে সংঘর্ষে আহত ১

মেহেরপুর সদর উপজেলা বুড়িপোতা ইউনিয়নের বারাকপুর গ্রামে ঘরজামাইকে বাড়িতে ফেরানোর জন্য ঝগড়া বিবাদকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে মোছাঃ ফাহিমা (৫৫) নামের এক নারী আহত হয়েছে।

আহত ফাহিমার আশঙ্কাজনক অবস্থা হওয়ার কারণে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

মঙ্গলবার সকাল ১০ টার দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলা বুড়িপোতা ইউনিয়নের বারাকপুর গ্রামে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, গত ৩ মাস আগে ফাহিমার নাতনি (১৮) প্রবাসী লিটনের ছেলে মাহাফুজ পালিয়ে বিয়ে করে। মাহাফুজের পরিবার তাদের দুইজনকেই অস্বীকার করায় ফাহিমা তার বাড়িতে ছেলে ও মেয়েকে বসবাস করে দেন।

হঠাৎ কালকে বিকাল ৩ টার দিকে মাহাফুজ নিখোঁজ হন। তাকে রাত ৯ টার সময় উদ্ধার করা হয় তার মামা জহিরের কাছ থেকে। পরে সকালে ছেলের মামা জহির, আমির হামজা, পটো, নাজুকিসহ আরো কয়েক জন ঝগড়া ও

হাতাহাতি শুরু করে।

এতে ফাহিমা আহত হন। আহত ফাহিমাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ফাহিমা বর্তমানে জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।

মেহেরপুরে গলায় ফাঁস লেগে ১ শিশু আহত

মেহেরপুরে রিক্সা চলাকালীন চাকার সাথে ওড়না প্যাচের কারণে গলায় ফাঁস লেগে আতিকা (১০) নামের ১ শিশু আহত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সকাল ১০ টার দিকে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের (খামার বাড়ি) সামনে এ ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, আতিকা মেহেরপুর সদর উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া গ্রামের আমজাদ হোসেনের মেয়ে। গ্রাম থেকে গোভিপুরে নানার বাড়িতে যাওয়ার সময় রাস্তায় তার এই ঘটনা ঘটে। সাথে থাকা ভাই তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে।

এখন আহত আতিকা মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।

গাংনীর সাহারবাটিতে কৃষকের চার বিঘা জমির ফসল কেটেছে

দুর্বৃত্তরা

পূর্ব শত্রুতার জের ধরে কৃষক মোহন আলী নামের এক কৃষকের চার বিঘা সবজি ক্ষেত কেটে বিনাস করেছে দুর্বৃত্তরা। সবজি ক্ষেতে লাউ ও কুমড়া আবাদ করছিলেন তিনি।

সোমবার দিনগত রাতে মেহেরপুরের গাংনীর সাহারবাটি গ্রামের আটকবর মাঠে এমন অমানবিক ঘটনা ঘটে। এতে অন্ততঃ ১০ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে দাবী করেছেন কৃষক মোহন আলী ।

কৃষক মোহন আলী জানান, প্রতি দিনের মতো তিনি সবজি ক্ষেত পরিচর্যা শেষে সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরেন।

আজ মঙ্গলবার সকালে ওই ক্ষেতে গিয়ে দেখেন সমস্ত লাউ ও কুমড়ার ২ হাজার গাছের গোড়া কেটে দিয়েছে দৃর্বৃত্তরা। গাছে যে পরিমান লাউ ও কুমড়া আছে তা এ মুহুর্তে বিক্রি করাও যাচ্ছে না।

একেতো ঈদের সময় অন্যদিকে পরিবহন সমস্যা প্রকট। তিনি আরো জানান, লাউ ও কুমড়ার চারা রোপন থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত প্রায় ৫ লাখ টাকা খরচ হয়েছে।

যে মুহুর্তে ফসল বিক্রি করার সময় সেই মুহুর্তে ফসল তছরুপ করায় কৃষক মোহন আলী পথে বসেছে। মহন আলীর আবাদ তছরুপ করাই অন্যান্য কৃষকরাও আতংকিত হয়ে পড়েছেন।

স্থানীয় ইউপি সদস্য আনারুল ইসলাম জানান, আমি মহন আলীর লাউ ও কুড়ার বাগানে গিয়েছেলাম। ৫/৬মাস পরিচর্যার পর যে সময় কৃষক লাউ এবং কুমড়ার বাজারে তুলবে সেই মুহুর্তে বাগানের সব গাছ কেটে দিয়েছে এটি মধ্য যুগীয় বর্বরতা। দোষীদের আইনের আওতায় আনা প্রয়োজন।

সাহারবাটি ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম ফারুক জানান, দেশের সব চেয়ে বেশি সবজি উৎপাদনকারি জেলা মেহেরপুর। মেহেরপুরের অন্যান্য এলাকার সবচেয়ে বেশি সবজি উৎপাদন হয় সাহারবাটি মাঠে।

সেই মাঠের কুষের আবাদ কেটে দিয়ে সমগ্র কৃষকের ক্ষতি করেছে। যারা এই অপকর্মের সাথে জড়িত তাদের আইনের আওতায় আনতে ব্যার্থ হলে সবজি উৎপাদনে কৃষকরা নিরুৎসাহিত হবে। ফলে এলকায় সবজি ঘাটতি দেখা দেবে।

সাহারবাটি ইউপি চেয়ারম্যান মশিউর রহমান জানান, আমি মহন আলির আবাদ কেটে দেয়ার বিষয়টি শুনে জমিতে গিয়েছিলাম।

প্রতিটি ডগাই লাউ ও কুমড়া হয়েছে। এমন ঘটনা ঘটতে থাকলে এবং কৃষক যদি বিচার না পাই তবে অন্যান্য কৃষকরা ফসল নিয়ে আতংকে থাকবে এব্য ফসল উৎপাদনে নিরুৎসাহি হবে।

গাংনী উপজেলা কৃষি অফিসার লাভলী খাতুন জানান, এটি শুধুমাত্র কৃষক মহন আলীর একক ক্ষতি নয়। এটি দেশের ক্ষতি। কারন এই ফসল কুষক মহন আলী একা সুবিধা ভোগ করতো না। এহেন কর্মকান্ডের নিন্দা ও দোষীদের আইনের আওতায় আনারও দাবী করনে তিনি।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, এবষিয়ে ক্ষতিগ্রস্থ কৃষক থানায় অভিযোগ করলে ক্ষতিগ্রস্থ কৃষককে আইনী সহায়তা প্রদান করা হবে। এবং তদন্ত করে ব্যবস্থা নেয়া হবে।